সংস্কৃত আখ্যানসাহিত্যে বিচারব্যবস্থার উপাদান অনুসন্ধান

পৃথিবীর সব দেশে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মনে গল্প-কাহিনির আকর্ষণ চিরন্তন কালের। মানুষের এই সহজাত প্রবৃত্তির কারণেই সৃষ্টি হয়েছে আখ্যান, উপাখ্যান, কথা, গল্পের। সংস্কৃত বাঙ্ময়ের সকল ক্ষেত্রেই আখ্যান-উপাখ্যানের পদচারণা দেখা যায়। কোথাও ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের একাধিক আখ্যান নিয়ে একটি গ্রন্থ রচিত হয়েছে আবার কোথাও একটি আখ্যানের মধ্যে একাধিক ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের উপাখ্যান বর্ণিত হয়েছে। এই আখ্যানগুলি মূলতঃ মানবেতর তীর্যক প্রাণীদের নিয়ে রচিত হলেও এদের দ্বারা মানব সমাজের দৈনিক জীবন-যাপনচিত্রই চিত্রিত হয়েছে। কাহিনিগুলিতে চরিত্রদের দৈনন্দিন কড়চায় ধরা পড়েছে অপরাধমূলক নানা কার্যকলাপ-কখনো প্রত্যক্ষে, কখনো পরক্ষে। অপরাধীকে শাস্তি প্রদান, পারস্পরিক বিবাদের নিরসন ইত্যাদির দ্বারা আখ্যানগুলির মধ্য দিয়ে বিচারব্যবস্থার যে ছবি ধরা পড়ে তা বিশেষ আলোচনার দাবি রাখে।

- **পূর্বকৃত শোধকার্যের অতিসংক্ষিপ্ত বিবরণঃ-**

সংস্কৃত আখ্যানগ্রন্থ নিয়ে এতাবৎ যাঁরা গবেষণা করেছেন তাদের মধ্যে অবিস্মরণীয় হলেন P. Peterson; C.Lassen; J. Hertel; F. Edgerton প্রমুখ। এরা মূলতঃ *পঞ্চতন্ত্র*, *হিতোপদেশ* প্রভৃতি গ্রন্থের সমীক্ষামূলক সম্পাদনা করেছেন। Keith, Winternitz প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গ আখ্যানসাহিত্যে রাজনীতির প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করলেও বিশেষ কোনো গ্রন্থের দুই একটি নির্বাচিত গল্পেই তা সীমাবদ্ধ থেকেছে। করুণাসিন্ধু দাস মহাশয়ের *'পঞ্চতন্ত্রে রাজা বনাম রাজসেবক প্রসঙ্গ'*, *'সংস্কৃত কথাসাহিত্যে লোকজীবন'*, নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ীর *'শুকসপ্ততি'* নিবন্ধগুলিও উল্লেখযোগ্য। এই সকল গ্রন্থগুলি, নিবন্ধগুলি সবই আখ্যানসাহিত্যে রাজনীতি, শাসনব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়কে অবলম্বন করেই রচিত হয়েছে, সেখানে আখ্যান-উপাখ্যানগুলিতে বিচারব্যবস্থাসম্পর্কিত আলোচনা দেখা যায় না। L.Sternbach প্রণীত *Juridical Studies in Ancient Indian Law* গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়বস্তু আখ্যানগ্রন্থের বিচারব্যবস্থা হলেও মূলতঃ

পঞ্চতন্ত্র ও *হিতোপদেশ* গ্রন্থদুটির অবলম্বনেই বিচারব্যবস্থার স্বরূপটি তুলে ধরা হয়েছে। অন্যান্য আখ্যানগ্রন্থগুলিতে আলোকপাত করা হয়নি। এছাড়াও, ড. পুরীপ্রিয়া কুণ্ডুর *চৌর্যসমীক্ষা* গ্রন্থটিতে কয়েকটি নির্বাচিত আখ্যানগ্রন্থ যেমন *হিতোপদেশ*, *কথাসরিৎসাগর* ও *দশকুমারচরিতে* চৌর্যাপরাধের দণ্ডব্যবস্থাটি আলোচিত হয়েছে। অন্যান্য অপরাধ তথা প্রাচীন ভারতের বিচারব্যবস্থার সার্বিক স্বরূপটি উল্লিখিত হয়নি। রোহিনী ধর্মপাল মহাশয়ার *অপরাধ ও অপরাধীর পুরনোনতুন কাহিনি* গ্রন্থটিতে বিচারব্যবস্থা সম্বন্ধিয় আলোচনা থাকলেয়ও সংস্কৃত আখ্যান গ্রন্থগুলিকে আলাদা গুরুত্ব দিয়ে, সেখানে প্রাচীন ভারতের অপরাধ, অপরাধী, দণ্ডব্যবস্থা সম্পর্কিত আলোচনা করা হয়নি। ড. দেবদাস মণ্ডল মহাশয় *গল্পে গল্পে রাজনীতির হাতেখড়ি* গ্রন্থটিতে মোটামুটিভাবে সমগ্র আখ্যানসাহিত্যের ভিত্তিতে প্রাচীনভারতের রাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার চালচিত্রটি তুলে ধরেছেন, কিন্তু সমগ্র আখ্যানসাহিত্যে প্রাচীন ভারতের বিচারব্যবস্থার অপরাপর বিষয় সেখানে আলোচিত হয়নি। বর্তমান সন্দর্ভে সংস্কৃত আখ্যানসাহিত্যের অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রন্থে উল্লিখিত আখ্যান-উপাখ্যানগুলি থেকে প্রাচীনভারতের বিচারব্যবস্থার স্বরূপটি যথাসাধ্যা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

- **গবেষণার উদ্দেশ্য**

আখ্যান-উপাখ্যানগুলিতে প্রাচীন ভারতের সমাজ চিত্রটি সুন্দরভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই সেখানে সমাজে প্রচলিত ন্যায়-অন্যায়, অপরাধ, দুর্নীতি ইত্যাদির প্রতিফলন রয়েছে। সংস্কৃত আখ্যানসাহিত্যের অন্দরে লুকিয়ে থাকা প্রাচীন বিচারব্যবস্থার স্বরূপ অন্বেষণ করা বর্তমান গবেষকের উদ্দেশ্য। অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে যে উদ্দেশ্যগুলি স্থির করা হয়েছে সেগুলি হল-

১. আখ্যানগুলিতে প্রাপ্ত নানা প্রকার অপরাধে লিপ্ত হওয়ার পিছনে কোন সামাজিক প্রেক্ষাপট ছিল – তা উপলব্ধি করা।

২. আখ্যানগুলির মাধ্যমে অপরাধীদের বিচারব্যবস্থা ও শাস্তিবিধান কেমন ছিল ?

৩. স্মৃতিশাস্ত্রে বর্ণিত বিচারব্যবস্থা-দণ্ডব্যবস্থার সাথে আখ্যান সাহিত্যে উপলব্ধ বিচারপদ্ধতি কতটা সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল ? সেবিষয়ে আলোকপাত করা।

৪. আখ্যানগুলিতে সংঘটিত জঘন্য অপরাধে অপরাধীদের কী স্মৃতিবিহিত দণ্ডপ্রদান হত না কী অভিনব পদ্ধতির উদ্ভব হয় - তা বিশ্লেষণ করা।

বর্তমান গবেষণা নিবন্ধটিকে বোধসৌকর্যার্থে নিম্নলিখিত ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত করে আলোচনা করা হয়েছে।

১.ভূমিকা

২.প্রথম অধ্যায়- **সংস্কৃত আখ্যান সাহিত্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ**

৩.দ্বিতীয় অধ্যায়- **স্মৃতিশাস্ত্রে ব্যবহারমাতৃকা একটি সমীক্ষা**

৪.তৃতীয় অধ্যায়- **স্মৃতিসাহিত্য ও আখ্যানে বিচারপদ্ধতি ও বিচারক**

৫.চতুর্থ অধ্যায়- **ধনমূলক ব্যবহারবিধি ও আখ্যানসাহিত্যে তার প্রয়োগ প্রসঙ্গ**

৬.পঞ্চম অধ্যায়- **হিংসামূলক বিবাদপ্রসঙ্গ শাস্ত্র ও আখ্যানসাহিত্যে**

৭.ষষ্ঠ অধ্যায়- **প্রকীর্ণ ব্যবহারবিধি ও আখ্যানসাহিত্যে প্রতিফলিত অপরাধ প্রবণতা**

৮.উপসংহার।

- **গবেষণার সীমাবদ্ধতা**

আলোচ্য গবেষণাসন্দর্ভটি সংস্কৃত আখ্যানসাহিত্যে বিচারব্যবস্থার উপাদান অনুসন্ধান হলেও মূলতঃ *পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ, পুরুষপরীক্ষা, শুকসপ্ততিকথা, বেতালপঞ্চবিংশতি, সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকা, কথাসরিৎসাগর* ও *দশকুমারচরিত* এই আখ্যানগ্রন্থগুলির ওপরেই আলোকপাত করা হয়েছে। বিশাল আখ্যানসাহিত্যের অন্যান্য গ্রন্থগুলিকে গ্রহণ করা হয়নি। স্মৃতিশাস্ত্রের গ্রন্থগুলির মধ্যে *মনুসংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা, বৃহস্পতিস্মৃতি, কাত্যায়নস্মৃতি, নারদস্মৃতি* ও

বিষ্ণুধর্মসূত্রকে অনুসরণ করা হয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রবিশেষে *মনুসংহিতার* প্রসিদ্ধ টীকাগ্রন্থ *মন্বর্থমুক্তাবলী* ও *মনুভাষ্য* এবং *যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার* মিতাক্ষরা টীকাগ্রন্থটিকেও প্রয়োজন মতো আলোচনার অঙ্গীভূত করা হয়েছে। গবেষণাসন্দর্ভটির আলোচনা অগ্রসর হয়েছে বিবাদপদ অনুযায়ী। সেখানে আলোচনার সুবিধার্থে আখ্যানগ্রন্থগুলির সময়কাল অনুযায়ী সেগুলি আলোচনার অঙ্গীভূত করা হয়নি।

❖ প্রথম অধ্যায়- সংস্কৃত আখ্যান সাহিত্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

এই আলোচনা অতি সংক্ষিপ্তাকারে উপস্থাপিত হয়েছে। যেহেতু এর বিষয়বস্তু বহু আলোচিত। তাই সেখানে মূলতঃ বৈদিক সাহিত্য থেকে *রামায়ণ-মহাভারত*-পুরাণ তথা বৌদ্ধ সাহিত্যের বিভিন্ন আখ্যান-উপাখ্যানের সমন্বয়ে যেভাবে সংস্কৃত আখ্যান সাহিত্যটি ক্রমবিকশিত হয়েছে তা অতিসংক্ষেপে বলা হয়েছে। এছাড়াও আলোচ্য অধ্যায়টিতে আখ্যান গ্রন্থগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হয়েছে।

❖ দ্বিতীয় অধ্যায়- স্মৃতিশাস্ত্রে ব্যবহারমাতৃকা একটি সমীক্ষা

অন্যের উক্তি বিরোধিতা করে কোনো বস্তুকে নিজের বলে দাবি করাই ব্যবহার।[১] শিষ্টের পালন ও দুষ্টের দমন ছাড়া প্রজাপালন সম্ভব নয়। আর ব্যবহারদর্শন ছাড়া দুষ্টের চিহ্নিতকরণ এবং তার শাস্তিবিধান সম্ভব নয়। যে পদ্ধতিতে নানা সন্দেহ নিরসন করা হয় তাকেই বলা হয় ব্যবহার। স্মৃতিশাস্ত্রকারগণ প্রজাপালনকারী রাজার অন্যতম কর্তব্যরূপে ব্যবহারদর্শনের কথা উল্লেখ করেছেন। আলোচ্য অধ্যায়টিতে নির্বাচিত স্মৃতি গ্রন্থগুলির ভিত্তিতে ব্যবহারদর্শনের স্বরূপটি আলোচিত হয়েছে। সেখানে চতুষ্পাদব্যবহার, বিবাদপদসমূহ, বিচারসভার গঠন, প্রমাণ সমূহের গুরুত্ব তার প্রয়োগপদ্ধতি ও বিচারব্যবস্থা সম্বন্ধিয় প্রাসঙ্গিক বিবিধ তথ্যাবলী আলোচিত হয়েছে।

---

[১] অন্যবিরোধেন সাত্মসম্বন্ধিতয়া কথনং ব্যবহারঃ। *মিতাক্ষরা*,২.১

❖ তৃতীয় অধ্যায়- স্মৃতিসাহিত্য ও আখ্যানে বিচারপদ্ধতি ও বিচারক

প্রবৃত্তি ও রিপুর প্রভাব চিরকালই অমোঘ, তার প্রভাব এড়ানো কোনো কালেই সহজ ছিল না। অপরাধ আছে, অপরাধ ছিল, অপরাধ থাকবে। তাই মানব জীবনের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত সাহিত্য কীর্তিগুলিতেও অপরাধ, অপরাধী, অপরাধের নিবৃত্তি, অপরাধের শাস্তি ইত্যাদির প্রতিফলন দেখা যায়- আখ্যান গ্রন্থগুলিও এর ব্যতিক্রম নয়। আখ্যান-উপাখ্যানগুলিতে বিভিন্ন অপরাধের দৃষ্টান্ত যেমন রয়েছে তেমনি তার শাস্তিব্যবস্থা সম্পর্কেও আলোচনা দেখা যায়। সেখানে সমাজের সাধারণ জনবাসীর পাশাপাশি উচ্চস্থানীয় ব্যক্তি, সম্মাননীয় বলে পরিচিত ব্যক্তি, এমনকি বিচারক তথা বিচারকার্যে নিযুক্ত ব্যক্তি, রাজকর্মচারী সকলের অপরাধ প্রবণতার কথাই উল্লিখিত হয়েছে। রাজসভার প্রশাসনিক পদে আসীন ব্যক্তিগণ যেমন বিচারসভায় উপস্থিত সভ্যগণ, গণক, লেখক ও অন্যান্য পদাধিকারী ব্যক্তিগণ তথা স্বয়ং বিচারকের দুর্নীতিপরায়ণতার চিত্রও বিভিন্ন কাহিনিতে প্রস্ফুটিত হয়েছে। এর পাশাপাশি বিভিন্ন কাহিনির মাধ্যমে আখ্যানগুলিতে বিচারসভার গঠন সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। কে বা কারা বিচারকার্যে অধিকারী, কারা সহকারী, তাদের কর্তব্য কী এগুলি কোথাও স্মৃতিতে উল্লিখিত ন্যায়ালয়ের সাথে হুবহু মিলে যায়। আলোচ্য অধ্যায়টিতে বিভিন্ন আখ্যানগ্রন্থগুলিতে বিচারসভার স্বরূপ, পদাধিকারী ব্যক্তিগণের যোগ্যতা-আবশ্যিক গুণাবলী, চতুষ্পাদের দ্বারা ব্যবহার নিষ্পত্তির দৃষ্টান্ত, বিভিন্ন প্রমাণগুলির স্বরূপ বিশ্লেষণ ও উদাহরণ সম্পর্কিত যে তথ্যগুলি পাওয়া যায় তা আলোচিত হয়েছে। যেমন- *পঞ্চতন্ত্রের* 'শশ-কপিঞ্জলকথা' আখ্যানটি থেকে বিচারকের গুণাবলী তথা কে বিচারক হওয়ার যোগ্য ও অযোগ্য, বিচারক কীভাবে বিচার করবেন সে সম্পর্কে জানা যায়।[২] আবার *কথাসরিৎসাগরের* রত্নপ্রভা লম্বকের নবম তরঙ্গের একটি আখ্যান থেকে বিচার সভায় সভ্যের গুরুত্ব তথা কার্যক্ষমতা সম্পর্কে জানা যায়।[৩] প্রমাণের পাশাপাশি অপরাধীনির্ণয়ে আখ্যানগুলিতে শপথের বিশেষ গুরুত্ব দেখা যায়। আখ্যানগুলিতে কোথাও ধর্মের নামে কোথাও দৈব সম্পর্কিত পবিত্র দ্রব্যাদি স্পর্শ করে

[২] সুধাকর মালবীয়, *পঞ্চতন্ত্র*, পৃ.৪৯৪-৪৯৬

[৩] জগদীশলাল শাস্ত্রী, *কথাসরিৎসাগর*, পৃ.১৯৬

শপথের দৃষ্টান্ত দেখা যায়। কোথাও বিচারকমণ্ডলী অভিযুক্তকে শপথ গ্রহণ করতে আদেশ দিয়েছেন আবার কোথাও অভিযুক্ত নিজেই শপথ করে নিজের নিরপরাধীতা প্রমাণে প্রয়াসী হয়েছে। *হিতোপদেশের* সুহৃদভেদে পঞ্চম কথায় নাপিতের স্ত্রী নিজের সতীত্বের প্রমাণ করতে গিয়ে নিজেই দেবতার শপথ করেছে।[৪] আবার *দশকুমারচরিতের* উপহারবর্মাচরিতে দেখা যায় উপহারবর্মা বিকটবর্মাকে অগ্নিকে সাক্ষ্য করে শপথ করতে আদেশ দিয়েছেন।[৫] আলোচ্য অধ্যায়টিতে আখ্যানগ্রন্থগুলি থেকে প্রাপ্ত বিচারব্যবস্থার এই সকল অপরাপর বিষয়গুলি উল্লিখিত হয়েছে।

❖ চতুর্থ অধ্যায়- ধনমূলক ব্যবহারবিধি ও আখ্যানসাহিত্যে তার প্রয়োগ প্রসঙ্গ

বিবাদপদগুলিকে স্মৃতিশাস্ত্রকারগণ মূলতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন- ধনমূলক বিবাদপদ ও হিংসামূলক বিবাদপদ। আলোচ্য অধ্যায়টিতে আখ্যানসাহিত্যে প্রাপ্ত ধনমূলক বিবাদপদগুলি আলোচিত হয়েছে। ধনমূলক বিবাদপদগুলির মধ্যে সর্বপ্রথম ঋণাদান বিবাদপদটি আলোচিত হয়েছে। ঋণাদান শব্দটিতে দুটি শব্দ আছে, ঋণ ও আদান। ঋণদান করে তা আদায় করার উপায় যেমন ঋণাদান প্রকরণে আলোচিত হয়েছে তেমনি ঋণের অর্থ অধমর্ণ প্রদান না করলে তার দণ্ডবিষয়ক আলোচনাও করা হয়েছে। আখ্যান-উপাখ্যানগুলির বিভিন্ন কাহিনিতে ঋণদান তথা ঋণ আদায় সম্পর্কিত নানা আলোচনা চোখে পড়ে। *শুকসপ্ততিকথার* পঞ্চপঞ্চাসত্তমকথায় ঋণ বিষয়ক বেশ কিছু তথ্যাদি মেলে যা থেকে আলোচ্য বিবাদপদ সম্পর্কে বেশ কিছু নিয়মবিধি অনুমান করা যায়।

বিক্রীত দ্রব্যের অসম্প্রদানই হল- বিক্রীয়াসম্প্রদান। আখ্যানগুলিতে বিক্রীয়াসম্প্রদান এই বিবাদপদটির একাধিক দৃষ্টান্ত মেলে। *কথাসরিৎসাগরের* রত্নপ্রভা লম্বকের তৃতীয় তরঙ্গের 'ভবশর্মার কাহিনি'তে ক্রেতাকে ছলনা করে অভীষ্ট বস্তু বিক্রয় না করে অন্য দ্রব্য বিক্রয় করার

[৪] সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী, *হিতোপদেশ*, পৃ.-৭৬

[৫] তারাচরণ ভট্টাচার্য, *দশকুমারচরিত*, পৃ.২৪৮

ঘটনা দেখা যায়। *শুকসপ্ততিকথার* বত্রিশসংখ্যক আখ্যানেও বিক্রেতা কর্তৃক প্রতারণার দৃষ্টান্ত দেখা যায়।

অনুশয় কথার অর্থ হল পশ্চাত্তাপ, অনুশোচনা। কোনো পণ্য ক্রয় করে ক্রেতার অনুশোচনা হলে তার কী করণীয়, কী তার অধিকার এই সম্পর্কে স্মৃতিতে বিশেষ কিছু নিয়ম নির্ধারিত হয়েছে। আখ্যানগুলিতেও ক্রীতানুশয় বিবাদের একাধিক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় যেখানে ক্রেতাকে পণ্য দ্রব্য ক্রয় করার পরে অনুশোচনাবশতঃ দ্রব্যটি বিক্রেতাকে প্রত্যর্পণ করতে দেখা যায় এবং বিক্রেতা অসম্মত হলে বিবাদের নিষ্পত্তির জন্য ন্যায়ালয়ে গমন করতেও দেখা যায়। *কথাসরিৎসাগরের* লাবাণক লম্বকের 'দেবদাসবৃত্তান্ত' আখ্যানটিতে এমনই এক দৃষ্টান্ত চোখে পড়ে। এই আখ্যানটিতে স্মৃতি বিহিত ক্রীতানুশয় বিবাদপদটির একাধিক বিধির প্রতিফলন দেখা যায়। এক্ষেত্রে ক্রেতা যথেষ্ট পর্যবেক্ষণ করে দ্রব্য ক্রয় করা সত্ত্বেও নির্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হওয়ার পরেও দ্রব্যটি প্রত্যর্পণ করতে চেয়েছেন, বিক্রেতা তা অস্বীকার করায় উভয়ে ন্যায়ালয়ের শরণাপন্ন হয়েছে। বিচারে রাজা যে বিধান দিয়েছেন তা নারদকৃত ক্রীতানুশয় সম্বন্ধি বিধিরই প্রতিফলন বলা যায়।[৬]

'প্রণষ্টস্বামিক রিক্থ'- অন্যের হারিয়ে যাওয়া ধন কেউ পেলে তা প্রত্যর্পণ সম্বন্ধিয় একাধিক বিধি-নিষেধ আখ্যানগুলিতে দেখা যায়। স্বয়ং যে দ্রব্যটির মালিক নয় এমন কোনো দ্রব্য কেউ পেলে তা রাজাকে জানাতে হত। যদি কেউ রাজাকে না জানিয়েই নিজে লব্ধ দ্রব্য ভোগ করতো তবে তা ছিল দণ্ডনীয় অপরাধ। *পঞ্চতন্ত্রের* কাকোলূকীয়মের চতুর্দশ সংখ্যক আখ্যানে এমন একাধিক তথ্যাদির সন্ধান মেলে। আলোচ্য আখ্যানটিতে এই অপরাধের জন্য সর্বচ্চ দণ্ড প্রাণদণ্ডও হতে পারে এমন সম্ভাবনার কথাও উল্লিখিত হয়েছে। *দশকুমারচরিতের* অপহারবর্মাচরিতেও এমন

[৬] *কথাসরিৎসাগর*, পৃ.৭১

দ্র. *নারদস্মৃতি*, ৪.৯.৪

দৃষ্টান্ত দেখা যায়। মনু অপরের হারিয়ে যাওয়া দ্রব্য যে নিজের বলে মিথ্যা দাবি করে তার সমপরিমাণ অর্থ দণ্ডের শাস্তির কথা উল্লেখ করেছেন।[৭]

স্বামী শব্দের অর্থ হল পশুর মালিক। পাল শব্দের দ্বারা পশুদের রক্ষায় নিযুক্ত রক্ষক বা পালক। এই দুই এর মধ্যে সৃষ্ট বিবাদকে স্বামিপালবিবাদ বলা হয়। *পঞ্চতন্ত্র* গ্রন্থের লব্ধপ্রণাশতন্ত্রের 'ঘণ্ট্রোষ্ট্রকথা' আখ্যানটিতে পালকের বেতন ব্যবস্থা সম্পর্কে জানা যায়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য বেতন নিয়েও স্বামী ও পালকের মধ্যে বিবাদ হতে পারে তাই স্মৃতিতে আলোচ্য বিবাদপদটির আলোচনায় পালকের বেতন সম্বন্ধিয় একাধিক বিধি দেখা যায়। পশু রক্ষার জন্য নিযুক্ত ব্যক্তির প্রধান কার্যই হল পশুগুলিকে নিরাপদে স্বামীর গৃহে ফেরৎ নিয়ে আসা কিন্তু সে যদি তার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে অসমর্থ হয় তবে তাকে উপযুক্ত দণ্ড পেতে হত।

দত্তাপ্রদানিক প্রকরণটি হল দান সম্বন্ধিয়। নারদের মতে অন্যায়ভাবে কোনো বস্তু দান করে তা ফেরত নেওয়া – এ বিষয়ে যে বিবাদ তাকে বলা হয় দত্তাপ্রদানিক।[৮] বিভিন্ন আখ্যান-উপাখ্যানগুলিতে দান সম্বন্ধিয় একাধিক নিয়মবিধি দৃষ্ট হয়। দানের দ্বারা দানকর্তার স্বস্বত্ত্ব নিবৃত্তি দ্বারা দ্রব্যটিতে দানগ্রহীতার স্বত্ত্ব উৎপন্ন হয়। তাই যে বস্তুটি দান করা হচ্ছে তা দাতার হওয়া আবশ্যক। যদি তা না হয় তবে দাতা দোষী বলে বিবেচিত হন। নিজের নয় এমন দ্রব্য দান করা অপরাধ, *দশকুমারচরিতে*র অপহারবর্মাচরিত থেকে এমনটা জানা যায়। স্মৃতিতে দেয়-অদেয়রূপ উল্লিখিত যে দ্রব্যগুলির তালিকা মেলে তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যোগ্য দানের অন্যতম শর্তই হল দাতার ঐ নির্দিষ্ট দ্রব্যে স্বস্বামিত্ব।

❖ পঞ্চম অধ্যায় - হিংসামূলক বিবাদপ্রসঙ্গ শাস্ত্র ও আখ্যানসাহিত্যে

এই অধ্যায়টিতে হিংসামূলক বিবাদপদ বাকপারুষ্য, দণ্ডপারুষ্য, স্তেয়, সাহস ও স্ত্রীসংগ্রহণ এই বিবাদপদগুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। উক্তবিবাদপদগুলি আখ্যান গ্রন্থগুলিতে

---

[৭] *মনুসংহিতা*,৮.৩২

[৮] *নারদস্মৃতি*,৪.১

কীভাবে দৃষ্ট হয়েছে, কী তার দণ্ডবিধি তা উল্লেখ করার পাশাপাশি স্মৃতিতে আলোচ্য বিবাদপদগুলি সম্পর্কে যে বিবাদবিধি উক্ত হয়েছে তাও উল্লিখিত হয়েছে।

বৃহস্পতি যে কোনো প্রকার অপ্রিয় উক্তিকেই বাকপারুষ্য বলেছেন। স্মৃতিশাস্ত্রের ন্যায় আখ্যানগ্রন্থগুলিতেও কটুকথা বলে কিংবা কুব্যবহার দ্বারা অপর ব্যক্তির মনে আঘাত দেওয়াকে অত্যন্ত গর্হিত কর্ম বলে মানা হয়েছে। বিভিন্ন কাহিনি দ্বারা এমন আচরণের কুপ্রভাব তুলে ধরার পাশাপাশি আখ্যানগুলিতে এমন আচরণকারীকে ভৎর্সনা করার দৃষ্টান্ত দেখা যায় এবং সকল ক্ষেত্রেই এমন আচরণ থেকে বিরত থাকার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। স্মৃতির ন্যায় বাকপারুষ্যের কঠোর দণ্ডবিধান আখ্যানে দৃষ্ট না হলেও, তা অপরাধ বলেই বিবেচিত হয়েছে। যে বাক্য অপ্রীতিকর, অনিষ্টকর, অযথাযথ- তা কারো থেকেই শোনা উচিত নয়। *সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকার* চতুর্থ উপাখ্যানে এমন উপদেশই পাওয়া যায়। পত্নী, মাতা কিংবা গৃহের কোনো স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে অপশব্দ প্রয়োগের দৃষ্টান্ত আখ্যান-উপাখ্যানগুলিতেও মেলে। *বেতালপঞ্চবিংশতি*গ্রন্থের প্রথম উপাখ্যানে রাজকুমারের বন্ধু রাজকুমারের স্ত্রী সম্পর্কে 'স্বৈরিণী' এইরূপ অপশব্দ প্রয়োগ করতে দেখা যায়। নিজের স্ত্রী সম্পর্কে এমন শব্দ শ্রবণ মাত্রই রাজকুমার তার তীব্র প্রতিবাদ করেছেন এবং পরমপ্রিয় বন্ধুকে জানিয়ে দিয়েছেন কোনো স্ত্রীর সম্পর্কে এমন উক্তি ন্যায়ানুগত নয়।[৯] রাজকুমারের এমন উক্তিদ্বারা সহজেই বোঝা যায় যে ন্যায়ালয়ের নিয়মে এমন কার্য নিষিদ্ধ। *হিতোপদেশের* সন্ধি বিভাগের অষ্টম কথায় ব্রাহ্মণের নিন্দাকারী ব্যক্তির দণ্ড সম্পর্কে আলোচনা দেখা যায়। বিভিন্ন আখ্যান-উপাখ্যানগুলিতে গুরু, সাধু, মহাজন, সজ্জন-সম্মাননীয় ব্যক্তি, ব্রাহ্মণ, পিতা-মাতা, যে কোনো পূজনীয় ও মানী ব্যক্তির প্রতি অনুচিত আচরণ তথা সাধারণ মানুষের প্রতিও কুব্যবহার সম্পর্কিত শাস্তি বিধি সম্পর্কে আলোচনা দেখা যায়।

কাউকে কোনো অস্ত্র বা অঙ্গদ্বারা আঘাত করা হলে তাকে দণ্ডপারুষ্য বলা হয়। কোনো ব্যক্তি, পশু তথা বৃক্ষাদিকে আঘাত করা স্মৃতিশাস্ত্রের বিচারে যেমন একটি গুরুতর অপরাধ, আখ্যানও তার ব্যতিক্রম নয়। অপরকে শারীরিকভাবে আঘাত করা তথা জঘন্য দ্রব্য ইচ্ছাকৃতভাবে

[৯] দামোদর ঝা, *বেতালপঞ্চবিংশতি*, পৃ.-৮

নিক্ষেপ করা- এই অপরাধটির দৃষ্টান্ত ও তার শাস্তি আখ্যানগুলিতে দেখা যায়। স্মৃতিশাস্ত্রে যেমন দণ্ডবিধিনির্দিষ্ট করে দণ্ডপারুষ্য নামক এই বিবাদপদটি থেকে সমাজকে মুক্ত করার প্রচেষ্টা দেখা যায় সংস্কৃত আখ্যানসাহিত্যেও একই প্রয়াস চোখে পড়ে। *দশকুমারচরিতের* বিশ্রুতচরিতে দণ্ডপারুষ্যকে একটি অন্যতম দোষ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। *পঞ্চতন্ত্রের* কাকোলুকীয়মের 'কপোতলব্ধককথা' গল্পে প্রাণী হিংসাকারী ব্যক্তিকে দুরাচারী বলে সম্বোধিত করা হয়েছে এবং এমন ব্যক্তির সাথে সমাজে কারো কোনো সম্পর্ক থাকে না – তার এমন শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।[১০] আলোচ্য গ্রন্থেরই অপর একটি গ্রন্থে মনুষ্যেতর কোনো প্রাণীকে আঘাত করাও দণ্ডনীয় অপরাধ তা স্পষ্টতঃ উল্লিখিত হয়েছে। স্মৃতিশাস্ত্রেও মনুষ্যেতর প্রাণীকে ইষ্টক কিংবা পাষাণ দ্বারা আঘাতে মধ্যমসাহস দণ্ড নির্ধারিত হয়েছে।[১১]

বর্তমানে আমরা Violence বলতে যা বুঝি সাহসশব্দটির দ্বারাও তাই বুঝতে হবে। অভিধানে সাহসকে একটি ক্লীবলিঙ্গবাচী শব্দ বলা হয়েছে। সেখানে সাহসের অর্থও করা হয়েছে – Over hasty, Inconsiderate, Rashness ইত্যাদি।[১২] স্মৃতিশাস্ত্রানুযায়ী বলপূর্বক অপরের দ্রব্য হরণ করাই সাহস।[১৩] দর্পের সাথে সহসা যে কর্ম করা হয় তাই সাহস বলে বিবেচিত হয় ইহা একটি দণ্ডনীয় অপরাধ। সংস্কৃত আখ্যানসাহিত্যের একাধিক গল্পে স্মৃতিশাস্ত্রের ব্যবহার অধ্যায়ে আলোচিত এই সাহস অপরাধটির নিদর্শন মেলে । সেখানেও স্মৃতির ন্যায় সাহস অপরাধকারীর প্রভূত দণ্ড বিহিত হয়েছে। হত্যা, দস্যুবৃত্তি, পরস্ত্রীহরণ, অপরের দ্রব্যাদি অপহরণ, জীবহিংসা, শিশুহত্যাসহ একাধিক সাহস অপরাধের দৃষ্টান্ত ও তার শাস্তি সম্পর্কে আখ্যানগুলি থেকে জানা যায়। আখ্যানসাহিত্যে শিশু হত্যাকারীর সবিশেষ নিন্দা করা হয়েছে এবং নিন্দনীয় এই অপরাধের অত্যন্ত পীড়াজনক মত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। *বেতালপঞ্চবিংশতির* তৃতীয় উপাখ্যানে স্ত্রী হত্যাকারীর অতিশয় নিন্দা করা হয়েছে এবং এই কর্মকে অধর্ম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মনু শিশু

---

[১০] নৈব কশ্চিত্ সুহৃত্তস্য ন সম্বন্ধী ন বান্ধবঃ।
স তৈঃ সর্বৈঃ পরিত্যক্তস্তেন রৌদ্রেণ কর্মণা।। *পঞ্চতন্ত্র*, পৃ. ৫২৯

[১১] পাষাণেন মধ্যমম্। *বিষ্ণুধর্মসূত্র*, ৫.২৯

[১২] মনিয়ার উইলিয়াম, *সংস্কৃত ইংরেজী ডিক্সেনারী*, পৃ-১২১২

[১৩] *যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা*, ২.২৩০

হত্যাকারীকে প্রাণদণ্ড দিতে বলেছেন।[১৪] কেবল পুরুষ নয় স্ত্রী-জাতিও নানাবিধ সাহস কার্যের সাথে যুক্ত থাকতো তার নিদর্শন গল্পসাহিত্যে মেলে। গ্রন্থকারগণের একাধিক গল্পে নারীকে কখনও নিজেই হত্যা কর্মে লিপ্ত হতে দেখা যায় আবার কখনও নানাবিধ ছলনার আশ্রয় নিয়ে কিংবা দাসীর সহায়তায় দুষ্কর্ম করতে দেখা যায়। *পঞ্চতন্ত্রের* 'ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী-পঙ্গুকথা'য় ও *বেতালপঞ্চবিংশতির* প্রথম উপাখ্যানে এমন উদাহরণ দেখা যায়। *বেতালপঞ্চবিংশতির* প্রথম উপাখ্যানে রাজকন্যা পদ্মাবতী আপন দাসীর সাথে মন্ত্রীপুত্রকে হত্যার পরিকল্পনা করে এবং দাসীর দ্বারা বিষ মিশ্রিত আহার প্রেরণ করে। গর্হিত এই সাহস আচরণের শাস্তি স্বরূপ পদ্মাবতীকে দেশ থেকে বিতাড়িত হতে দেখা যায়।[১৫] উপরের আখ্যানগুলিতে তাদের বধরূপ গর্হিত এই সাহস আচরণের শাস্তি সবক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ড হয়নি। কিন্তু স্মৃতিশাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী প্রাণহানিকর উত্তম সাহস বলে বিবেচিত এই অপরাধের শাস্তি প্রাণদণ্ড। বৃহস্পতি উত্তম সাহসকারীকে বধদণ্ড দিতে বলেছেন।[১৬] *পঞ্চতন্ত্রের* মিত্রলাভের চতুর্থ আখ্যানে গুরুতর অপরাধ করলেও ব্রাহ্মণকে প্রাণদণ্ড দিতে নিষেধ করা হয়েছে। হত্যা করলেও ব্রাহ্মণ অবধ্য।[১৭] অতীতকালে স্ত্রী ও পুরুষের ব্যভিচারকে অক্ষম্য অপরাধ বলে মনে করা হত। তা থেকে উৎপন্ন বিবাদকেই স্মৃতিশাস্ত্রে স্ত্রীসংগ্রহণ বলা হয়েছে। মনুর মতে, নিঃসম্পর্কিত কোনো স্ত্রীলোকের সাথে কেলি করা, তার কাপড়, অলংকারাদি, অঙ্গস্পর্শ করা, একাসনে বসা, একই শয্যায় উপবিষ্ট হওয়া- এগুলি সবই স্ত্রীসংগ্রহণ (মনু.৮.৩৫৭)। আখ্যান-উপাখ্যানগুলির সর্বত্রই পরস্ত্রীস্পর্শ-পরস্ত্রীকাতরতা-পরস্ত্রীসংসর্গের নিন্দা করা হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এর শাস্তিপ্রসঙ্গটিও আলোচিত হয়েছে। *বেতালপঞ্চবিংশতির* দশম উপাখ্যানে পরস্ত্রীস্পর্শ শাস্ত্রানুযায়ী একটি সবিশেষ দোষ এমন উক্তি দেখা যায়। আলোচ্য গ্রন্থটির সপ্তদশ উপাখ্যানে পরস্ত্রী স্পর্শ বা গ্রহণকে অধর্ম বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[১৮]

---

[১৪] *মনুসংহিতা,* ৯.২৩২

[১৫] *বেতালপঞ্চবিংশতি,* পৃ.৫-৮

[১৬] সাহসং পঞ্চধা প্রোক্তং বধস্তত্রাধিকঃ স্মৃতঃ।
তৎকারিণো নার্থদমৈঃ শাস্যা বধ্যাঃ প্রয়ত্নতঃ।। *বৃহস্পতিস্মৃতি,* ৯.২৩

[১৭] *পঞ্চতন্ত্র,* পৃ.১২৬

[১৮] তদেব,পৃ.১৫৩

অন্যের বস্তুকে প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে হরণ করাকে চৌর্য বলা হয়। স্মৃতিতে বিভিন্ন প্রকার চোর্যের ভিন্ন ভিন্ন দণ্ডব্যবস্থা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। যাজ্ঞবল্ক্য দ্রব্য মূল্য অনুযায়ী অপহর্তার বয়স ও শক্তি বিবেচনা করে দেশ-কালানুযায়ী চৌর্যের দণ্ডবিধান করতে বলেছেন।[১৯] বিভিন্ন আখ্যান-গুলিতে বিভিন্ন অপরাধের একাধিক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এই সকল অপরাধগুলির মধ্যে আখ্যানে যে অপরাধটির প্রভূত দৃষ্টান্ত মেলে তা হল স্তেয় বা চৌর্য। স্মৃতিশাস্ত্রে চৌর্যের যে বিভাগটি উল্লিখিত হয়েছে তার অধিকাংশগুলিই বিভিন্ন আখ্যানগুলিতে পাওয়া যায়। *কথাসরিৎসাগরের* অলংকারবতী লম্বকে পঞ্চম তরঙ্গের শিশুচুরির উল্লেখ পাওয়া যায়। শক্তিযশলম্বকে গৃহপালিতপশু গাভীচুরির ন্যায় ঘটনা রয়েছে। *পঞ্চতন্ত্রের* কাকোলূকীয়ম্ এর 'ব্রাহ্মণচৌরপিশাচকথা'য় ব্রাহ্মণকে চোরেদের হাত থেকে গবাদিপশু রক্ষা করতে দেখা যায়। *কথাসরিৎসাগরের* মদনমঞ্জুকা লম্বকের তৃতীয় তরঙ্গের 'হরিশর্মাদ্বিজের কাহিনি'তে পরিচারিকা কর্তৃক গৃহের মহামূল্যবান অলংকারাদি চুরি হওয়ার ঘটনা দেখা যায়। *পুরুষপরীক্ষায়* হাসবিদ্যকথায় ধনী ব্যক্তির গৃহে সিঁধ কেটে চুরি করার সময়ে চোরেরা নগর রক্ষকদের হাতে ধরা পড়েছে। *কথাসরিৎসাগরের* মদনমঞ্জুকা লম্বকের চতুর্থ তরঙ্গে গুপ্তধন চুরির একটি দৃষ্টান্ত দেখা যায়। স্মৃতিতে উল্লিখিত সকল প্রকার চৌর্যের দৃষ্টান্তই আখ্যানে দৃষ্ট হয়। চৌর্যাপরাধীর দণ্ডবিধান এবং চৌর্যাপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রকৃত অপরাধী কি না তা নির্ধারণ কৌশলেও স্মৃতিবিহিত কৌশলের ছাপ স্পষ্ট।[২০] তাই কেবল সন্দেহের কারণ কাউকে চোর বলে শাস্তি দেওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। *দশকুমারচরিতের* সোমদত্তচরিতের আখ্যানটিতেও প্রকৃত চোর অনুসন্ধানে যথাবিধি এই কৌশলই অবলম্বন করা হয়েছে। আখ্যান উপাখ্যানগুলিতে চোর্যের প্রভূত দৃষ্টান্তের মধ্যে-সিঁধ কেটে চুরির একাধিক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। *দশকুমারচরিতের* অপহারবর্মাচরিতে সিঁধ কেটে চুরির বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। তস্করবৃত্তিতে যুক্ত ব্যক্তিদের নৃশংসতার পরিচয় *কথাসরিৎসাগরের* নরবাহনদত্তজনন লম্বকের দ্বিতীয় তরঙ্গের একটি আখ্যানে ও *দশকুমারচরিতের* পূর্বপীঠিকার

---

[১৯] ক্ষুদ্রমধ্যমহাদ্রব্যহরণে সারতো দমঃ।
দেশকালবয়ঃশক্তিং সংচিন্ত্য দণ্ডকর্মণি।। *যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা*,২.২৭৫

[২০] হিস্ট্রি অফ্ ধর্মশাস্ত্র,ভল্যু.৩,পৃ.৫২৫

কুমারোৎপত্তি নামক প্রথমোচ্ছ্বাসেও দেখা যায়। এই অপরাধে সংযুক্ত ব্যক্তিদের শাস্তিবিধান সম্পর্কে আখ্যান ও স্মৃতিতে বিশেষ কঠোরতা অবলম্বন করতে দেখা যায়। যাজ্ঞবল্ক্য অসাধারণ ব্যবহারমাতৃকা প্রকরণে যে সকল বিবাদগুলির বিচারকালে কালবিলম্ব না করেই প্রত্যর্থীকে দিয়ে উত্তর দেওয়াতে বলেছেন তার মধ্যে চৌর্য অন্যতম (১২.২.যাজ্ঞ)। *পুরুষপরীক্ষার* চৌরকথায়ও একই কথা বলা হয়েছে।[২১]

❖ ষষ্ঠ অধ্যায়- প্রকীর্ণ ব্যবহারবিধি ও আখ্যানসাহিত্যে প্রতিফলিত অপরাধ প্রবণতা

প্র-পূর্বক কৃধাতুর উত্তর ক্তপ্রত্যয় করে প্রকীর্ণ শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। শব্দটির অর্থ হল বিক্ষিপ্ত, অসম্বন্ধ, মিশ্রিত নানা জাতীয় ইত্যাদি। বিষ্ণু বলেছেন- 'যদনুক্তং তৎপ্রকীর্ণকম্' । যা পূর্বে বলা হয়নি অথচ বলা প্রয়োজন এমন বিষয় সমূহকে প্রকীর্ণ বিভাগে অন্তর্ভুক্ত করে আলোচনা করা হয়। শাস্ত্রকারগণ কর্তৃক নির্ধারিত বিবাদপদের অন্তর্ভুক্ত নয় অথচ অপরাধের সমতুল্য, যে গুলি পূর্বে উল্লিখিত হয়নি কিন্তু উল্লেখ করা আবশ্যক এমন ভিন্ন ভিন্ন অপরাধ ও তার দণ্ড বিধি আলোচ্য অধ্যায়টিতে আলোচনা করা হয়েছে। মানুষের ক্রিয়ার নানা প্রকার হেতু যেহেতু বিবাদগুলি শতশাখ হয় তাই সকল অপরাধকে নির্দিষ্ট কতগুলি বিবাদপদের আওতাভুক্ত করা সম্ভব নয়। আলোচ্য অধ্যায়ে এইরূপ কতগুলি জঘন্য অপরাধের উল্লেখ করা হয়েছে। আখ্যান-উপাখ্যানগুলিতে অতিথির অনাদর করাকে একটি অন্যতম অপরাধ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অতিথির অনাদর করলে নরকবাস হয়, ইহা গৃহস্থের ধর্ম।[২২] কোনো ব্যক্তির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করাকে কেবল নিন্দা করা হয়েছে এমন নয়, এটিকে একটি অপরাধ বলেও চিহ্নিত করা হয়েছে। *দশকুমারচরিতের* অর্থপালচরিতে বিশ্বাসভঙ্গকারী ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ডরূপ শাস্তির উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও আখ্যানগ্রন্থগুলিতে পরিবারের দায়িত্ব উল্লঙ্ঘন করাকে, পিতা-মাতার অবমাননা করাকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে বিবেচনা করা হয়েছে। আখ্যানসাহিত্যে একটি বৃহৎ অংশজুড়ে বেশ্যাবৃত্তিধারী গণিকা, তার সহকারী কুট্টনী গণিকালয়ের পাহারাদার এদের অপরাধপ্রবণতা ও

[২১] ঝর্ণা ভট্টাচার্য, *পুরুষপরীক্ষা*, পৃ.২৮

[২২] *পঞ্চতন্ত্র*, পৃ.১৮০

চারিত্রিক দোষ, মিথ্যা অভিযোগ করা, উপনায়কের ধন অপহরণ করা ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা দেখা যায়। আখ্যানগুলিতে আত্মহত্যাকে একটি মহাপাপ বলে সম্বোধিত করা হয়েছে এবং একে একটি শাস্তি যোগ্য অপরাধ বলেও চিহ্নিত করা হয়েছে। এছাড়াও সাধু-সজ্জন ব্যক্তিদের কামপরবশ হয়ে কিংবা লোভের বশবর্তী হয়ে অপরাধে লিপ্ত হওয়ার দৃষ্টান্ত, পিতামাতার সন্তানের প্রতি অন্যায্য আচরণ, সচ্চরিত্রা স্ত্রীর ভরণপোষণের দায় অস্বীকার তথা পতিব্রতা স্ত্রীকে পরিত্যাগ কিংবা গৃহ থেকে বহিষ্কার করাকে অন্যায় ও অপরাধ বলে গণ্য করা হয়েছে।

❖ উপসংহার

বিশাল সংস্কৃত সাহিত্যের একটি অন্যতম অংশ হল আখ্যানসাহিত্য। পশু-পক্ষীদের পাত্র-পাত্রীরূপে নির্বাচন করে কাহিনিগুলি রচিত হলেও, এই সকল প্রাণীদের দ্বারা আসলে মানবিক প্রবৃত্তির – প্রক্ষোভসমূহকেই প্রকাশ করা হয়েছে। সরস আখ্যানগুলি আসলে সামাজিক পরিবেশ-পরস্থিতির সার্থক প্রতিরূপ। সমাজে নিরন্তর ঘটে চলা নানাবিধ অন্যায়-অপরাধে এক লিখিত দলিল স্বরূপ। আখ্যানগুলি থেকে বিভিন্ন বিবাদের দৃষ্টান্ত, বিবাদ নিরসন পদ্ধতি, দণ্ডবিধি, বিচারক ও বিচারকার্যে সহায়তাকারী ব্যক্তিগণের যোগ্যতা, অধিকার ইত্যাদি সম্পর্কিত প্রভূত তথ্য সমূহ পাওয়া যায়- যা থেকে প্রাচীন ভারতের বিচারব্যবস্থার স্বরূপ সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায়। আলোচ্য গবেষণা নিবন্ধটি দ্বারা এই প্রয়াসই করা হয়েছে। বিচারকরূপে রাজাই ছিলেন প্রধান। তবে রাজাকর্তৃক নিযুক্ত যোগ্য ব্যক্তি প্রাড্বিবাকও বিচারকার্য পরিচালনা করতে পারতেন। *বত্রিশসিংহাসনের* একত্রিংশ উপাখ্যানটি রাজা ও সভাসদকর্তৃক পরিচালিত সুষ্ঠু বিচারব্যবস্থার একটি দৃষ্টান্তস্বরূপ। প্রমাণের দ্বারা সঠিকভাবে চতুষ্পাদের মাধ্যমে বিবাদ নিরসনের দৃষ্টান্তও এখানে মেলে। স্মৃতিতে বিবাদপদের যে সংজ্ঞাটি মেলে *পঞ্চতন্ত্রের* 'শশ-কপিঞ্জলকথা'য় তারই প্রতিফলন দেখা যায়।[২৩] বিচারকালে কখন কোন প্রমাণ প্রয়োগ করা উচিত তার একটি সঠিক নির্দেশও *পঞ্চতন্ত্রে* মেলে। যা বিচারপ্রক্রিয়ার দৃঢ়তাকেই প্রমাণ করে। আখ্যানগুলিতে ধনমূলক ও

[২৩] *পঞ্চতন্ত্র,*পৃ.৪৯৭,

দ্র. *যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা,*২.১

হিংসামূলক একাধিক বিবাদ সংঘটিত হতে দেখা যায় এবং এগুলির উপযুক্ত শাস্তিবিধিও দৃষ্ট হয়। যা দেখে বোঝা যায় প্রাচীনকালেও এই সকল বিবাদ প্রচলিত ছিল এবং প্রাচীনকালেও তার সুষ্ঠু দণ্ডব্যবস্থা ছিল। তবে সকল আখ্যানেই যে অপরাধীর শাস্তি দর্শিত হয়েছে এমন নয়, কোথাও কোথাও মৃত্যুর পরও দণ্ড পেতে হয় এমন নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

গ্রন্থপঞ্জি

Aiyangar, Kumbakonam Viraraghava Rangaswami. *Vṛ̥haspatismṛ̥ti* (Reconstructed). Baroda: Baroda Oriental Institute, 1941. Print.

Altekar, A. S. *State and Government in Ancient India.* Delhi: Motilal Banarsi Dass Publishers, 2009 . Rpt.

Apte,Vaman Shivram. *The Student's Sanskrit English Dictionary : Containing Appendices on Sanskrit Prosody and Important Literary and Geographical Names in the Ancient History of India.* Delhi: MLBD, 2015(13th ed.rpt.). Print.

Bandyopadhyaya, Ashok Kumar, (Ed.) *Ūnaviṃ̥śati Saṃ̥hitā*. Comp. and Trans. Panchanan Tarkaratna. Kolkata: SPB,1407 BS. Print.

Bandyopadhyaya, Haricharan. *Baṅ̊gīya Śabdakoṣ̥(a)*, Vol. I and II. New Delhi: Sahitya Academy, 2016.Print.

Bandyopadhyay, Manabendu. *Manusaṃ̥hitā.* Kolkata: SPB, 1416 BY (2nd Ed.). Print.

Basu, Ratna. *Methodology and Sanskrit Research.* Calcutta: Rabindra Bharati University, 1998. Print.

Basu, Sumita. *Dharma-Artha-Nītiśāstrasamīkṣā: A Critical Survey of Dharmaśāstra and Nītiśāstra.* Kolkata: Sadesh, 2006. Print.

-.-.-. *Yājñ̃avalkyasaṃ̥hitā: Vyavahārādhyāya: A book of Ancient Indian law.* Kolkata: SPB, 1407 BS. Print.

Bhattacharjee, S.N. *Administration of law and Justice in India.* Burdwan: The University of Burdwan, 1982. Print.

Bhattacharyya, Haridas Sidhantavagis. (Ed.) Beng. Trans. With com. *Mahābhāratam̐.* Calcutta: Viswavani Prakasani, 1400 BS.Print.

Bhattacharyya, Bhabotosh. *Studies in Dharmaśāstra.* Calcutta: Indian Studies, 1964. Print.

Biswas, Sailendra, Comp. *Samsad Bengali English Dictionary.* Kolkata: Sahitya Samsad, 2000. Print.

Tripathi, Ramakanta. (Ed. with com.) *Śukasaptati.* Varanasi: Chaukhambha Sanskrit Series Office, 2002. Print.

Das, Keshab Chandra. *Methodology in Sanskrit.* Varanasi: Chaukhambha Sanskrit Sansthan, 1992. Print.

Jibananda, Ed. *Dharmaśāstra Samgraha: Atri, Viṣn̐u, Yājñavalkya, Uśanā, Aṅgirā, Kātyāyana, Br̥haspati, Parāśara, Vyāsa, Śaṅkha Likhita, Dakṣa, Gautama, Śātātapa, Vasiṣṭ̣ha. Calcutta:* Sanskrit College, 1876.PDF.

Kane, Pandurang Vaman. *History of Dharmaśāstra: Ancient and Mediaeval Religious and Civill law, Vol. I & III. Poona: Bhandarkar Oriental Research Institute,* 1930. PDF.

.-.-.-.Kātyāyanasmr̥ti on Vyavahāra. Text. (Reconstructed), Trans. Bombay: Sanskrit Sahitya Parisad, 1933. Print.

Kale, M.R. (Ed. with com.) *Hitopadeśa of Nārāyaṇaśarmā*. Delhi/Varanasi/Patna: Motilal Banarasidas Publishers (Pvt. Ltd.). 2014. Rpt.

-.-.-.- *Pañcatantra of* Viṣṇuśarmā. Delhi/Varanasi/Patna: MLBD Publishers (Pvt. Ltd.), 2008.Rpt.

Kangle, R.P. (Ed. &. Eng.trns). *The Kautilīya-Arthaśāstra* (Vol. I-III). Delhi: MLBD Publishers (Pvt. Ltd.),2006. Rpt.

Keith, A. B. *A History of Sanskrit Literature*. Great Britain: Oxford University Press, 1928. Print.

Malabiya, Sudhakar (Ed.) *Pañcatantra of* Viṣṇuśarmā. Varanasi: Chowkhamba Krishnadas Academy.2015.

Jha, Damodar. *Vetālapañchaviṃśati of* Śibadāsa. Ed. With com. Varanasi: Chowkhamba Vidyabhawan, 1968. Print.

বাংলা গ্রন্থ

কুণ্ডু .পুরীপ্রিয়া ,*চৌর্যসমীক্ষা*কলকাতা .: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার .(বঙ্গাব্দ) ১৪২১ ,

গোপ .যুধিষ্ঠির ,*বৈদিক সাহিত্যের ইতিহাস*কলকাতা .: সংস্কৃত বুক ডিপো.(.মু.পুন) ২০১২ ,

ঘোষ .ঈশানচন্দ্র ,*জাতককথা.* কলকাতা: করুণা প্রকাশনী(বঙ্গাব্দ) ১৩৮৫ ,, পুন.মু.

চক্রবর্তী*)* .সত্যনারায়ণ ,সম্পা(.ও অনু .*হিতোপদেশ*কলকাতা .: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডারয় ৩) ২০১২ , সং.). মুদ্রিত.

চাকী .জ্যোতিভূষণ ,*সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার*ম৭) . খণ্ডকলকাতা .(: নবপত্র প্রকাশন .১৯৮২ ,

ধর্মপাল .রোহিণী ,*অপরাধ ও অপরাধীর পুরোনতুন কাহিনী*কলকাতা .: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার , .২০২০

বন্দ্যোপাধ্যায় .ধীরেন্দ্রনাথ ,*সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস*কলকাতা .: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ , .(.মু.পুন) ২০০৩

বন্দ্যোপাধ্যায় .শান্তি ,*বৈদিক সাহিত্যের রূপরেখা.* কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার ২০০৩ , য়৩).সং.(.

.---*বৈদিক পাঠসংকলন*কলকাতা .: সদেশর্থ৪) ১৪১৮ ,.মু.(.

বিশ্বাস ,হীরেন্দ্রলাল (.ও অনু .সম্পা)*কথাসরিৎসাগর*কলকাতা ..: একাডেমিক পাবলিসার্স .১৯৫৭ ,

বিশ্বনাথ .*সাহিত্যদর্পণ*ম খণ্ড১)). সম্পাদিল্লী .যোগেশ্বর দত্তশর্মা পরাশর .: নাগ পাবলিসার্স ১৯৯৯ , ম১).সং.(.

য় খণ্ড২) ----.----). সম্পাদিল্লী .যোগেশ্বর দত্তশর্মা পরাশর .: নাগ পাবলিসার্সম১) ২০০০ ,.সং.(.

ভট্টাচার্য .ভবানীপ্রসাদ এবং তারকনাথ অধিকারী ,*বৈদিক সংকলন*য় খণ্ড২ ম ও১)). কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো.২০১৯ ,

ভট্টাচার্যকলকাতা ..ও অনু .সম্পা .*পুরুষপরীক্ষা* .ঝর্ণা ,: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার.২০১৫ ,

মণ্ডল .দেবদাস ,*গল্পে গল্পে রাজনীতির হাতেখড়ি*কলকাতা .: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার.২০১৮ ,

সাহা .বিশ্বরূপ ,*ধর্মার্থশাস্ত্র পরিচয়*কলকাতা .: সদেশ .২০০৯ ,

সেন .মলয়েন্দ্রকুমার ,*বত্রিশসিংহাসন*কলকাতা .: ক্যালকাটা পাবলিকেশনস্বঙ্গাব্দ ১৩৮৪ ,.

****